যুগান্তর

তারিখ: 22 APR 2009

প্রাইভেট ও কোচিংমুখী হয়ে পড়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাইভেট এবং কোচিংমুখী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে দেশে ৪৩ ভাগ প্রাথমিক ও ৮৫ ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর প্রাইভেট শিক্ষক রয়েছে। এর বাইরে একটি বৃহৎসংখ্যক শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টারে কিংবা স্কুলের শিক্ষকের কাছে কোচিংয়ে পড়ার জন্য যেতে বাধ্য হয়। আর এ কারণে শিক্ষা দিনে দিনে ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। লেখাপড়ার মূলস্রোত থেকে ছিটকে পড়ছে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেছেন, ক্লাসে শিক্ষকরা ঠিকমতো পাঠদান করলে ছাত্রছাত্রীদের আর প্রাইভেট শিক্ষক বা কোচিংয়ের শিক্ষকের দ্বারস্থ হতে হয় না। কিন্তু স্কুলগুলোতে অনেক শিক্ষকই তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। এজন্য তিনি একটি রেগুলেটরি ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, ত্বরিত সুফলের জন্য অভিভাবকদের সচেতনতার বিকল্প নেই।

সোমবার রাজধানীর এলজিইডি ভবনে গণসাক্ষরতা অভিযান এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে এক

শিক্ষা : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

শিক্ষা : কোচিংমুখী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও পাপুয়া নিউগিনির শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিনিধিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে বক্তৃতা করেন ইকেএন'র ফার্স্ট সেক্রেটারি পিও ওলথেটেন, ইউনেস্কো বাংলাদেশের প্রতিনিধি মালামা মালেইসিয়া, এশিয়া প্যাসিফিক ব্যুরো অব এডুকেশন (এএসপিবিএই) বোর্ড সদস্য কাজী রফিকুল আলম, মিজ রাফায়েল ডি ক্যাসিলো, এএসপিবিএই'র লিড পলিসি অ্যানালিস্ট রেনে রায়া, গণসাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আজিজুল হক এবং উপ-পরিচালক তাসনিম আতহার বক্তৃতা করেন।

রাশেদা কে চৌধুরী তার বক্তৃতায় বলেন, আগামী বছর থেকে প্রাথমিক স্তরের সব বই নতুন দেয়া হবে। প্রাথমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার চালুর চিন্তাভাবনা করছে। প্রস্তাবনাটি বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টার দফতরে রয়েছে। তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানাভাবে বৈষম্য বাড়ছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা উন্নয়নে পিইডিপি-২ নামে একটি প্রকল্প চলছে। তবে এর থেকে আশানুরূপ সাফল্য এখনও পাওয়া যায়নি। এ সময় তিনি পিইডিপি-২ অধীন বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, প্রাথমিক স্তরে যেসব শিশু ঝরে পড়ছে, তার বেশিরভাগই প্রতিবন্ধী। এটা রোধে বিদ্যালয়ে আলাদা ব্যবস্থাসহ বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, এটা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব হবে না।

রিপোর্টে বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে চারটি সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে— প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাথাপিছু সরকারি বার্ষিক ব্যয় বৃদ্ধি, শহর-গ্রামভিত্তিক জাতীয় বাজেটের ব্যয় বরাদ্দে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার লক্ষ্যে সমহারে বরাদ্দ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকারি ব্যয়ের পুরোটাই শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত থেকে বের করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান, লাইব্রেরি ও গবেষণা এবং উপবৃত্তির পরিবর্তে পরীক্ষামূলকভাবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের স্কুলে বাড়তি যত্ন, শিক্ষা উপকরণ ও স্টেশনারি প্রদান করা।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে ৫০ ভাগ নতুন বই দেয়া হয়। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য ড. জিয়াউল হাসান যুগান্তরকে বলেন, বর্তমানে প্রায় ৬ কোটি বই ছাপাতে হয়। সব নতুন বই দিতে হলে ৯ কোটি বই লাগবে আগামী বছর। এজন্য এখনই কার্যক্রম শুরু না করলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।